রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, আগস্ট ১, ২০১৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৭ শ্রাবণ, ১৪২৩/০১ আগস্ট, ২০১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৭ শ্রাবণ, ১৪২৩ মোতাবেক ০১ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (১৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১৬) **"পণ্য"** অর্থ কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি এবং কঠিন, তরল বা বায়বীয় আকারে পণ্যদ্রব্য, বিদ্যুৎ, প্রস্তুতকৃত কম্পিউটার সফটওয়্যার (Off-the-shelf) ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তিজাত অথবা সমজাতীয় সফটওয়্যার এবং পণ্য সংশ্লিষ্ট সেবা, যদি উহার মূল্য পণ্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক না হয়;";

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(খ) দফা (২৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২৪) **"বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা"** অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা পেশাগত বিষয়ে চুক্তিতে বর্ণিত মতে পরামর্শক কর্তৃক পরামর্শ প্রদান, বা কোন কম্পিউটার সফটওয়্যার ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তিজাত অথবা সমজাতীয় সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ, বা ডিজাইন প্রণয়ন, বা কাজের তত্ত্বাবধান বা ব্যবহারিক জ্ঞান হস্তান্তর বিষয়ক সেবা, এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা;";

(গ) দফা (২৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২৬) "ভৌত সেবা" অর্থ

(ক) পণ্য সরবরাহ বা কার্য সম্পাদনের সহিত সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা প্রদানকারী উপকরণাদি বা কোন প্রতিষ্ঠানের ভবন ও সরঞ্জাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বা জরিপ বা অনুসন্ধানমূলক খননকার্য; বা

(খ) নিরাপত্তা সেবা, পরিবেশন সেবা, ভূতত্ত্ব বিষয়ক সেবা বা একক সেবাদানমূলক চুক্তির অধীনে তৃতীয় পক্ষ প্রদত্ত কোন সেবা; বা

(গ) প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন [Pre-Shipment Inspection (PSI)] এজেন্ট নিয়োগ, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়াডিং এজেন্ট নিয়োগ, পণ্য পরিবহন কাজ, ভাড়ায় যানবাহন সংগ্রহ, মালামাল পরিবহনের জন্য পরিবহন ঠিকাদার নিয়োগ বা বীমা ঝুঁকি; বা

(ঘ) আউটসোর্সিং (out-sourcing) এর মাধ্যমে ক্রয়কারী কর্তৃক সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে এই আইনের অধীন নির্দিষ্টকৃত কোন সেবা বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত কোন সেবা;

ব্যাখ্যা: এই দফায় উল্লিখিত আউটসোর্সিং (out-sourcing) বলিতে এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণের বিষয়টি সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধিমালা বা নীতিমালা বা অনুরূপ কোন নির্দেশনাকে বুঝাইবে।";

(ঘ) দফা (৩৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৩৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩৩) **"সরকারি তহবিল"** অর্থ সরকারি বাজেট হইতে ক্রয়কারীর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ, অথবা কোন উন্নয়ন সহযোগী বা বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থা কর্তৃক সরকারের মাধ্যমে ক্রয়কারীর অনুকূলে ন্যস্ত অনুদান ও ঋণ এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি, আধা-সরকারি বা কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার তহবিল;"।

৩। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) সংশ্লিষ্ট আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন সরকারি, আধা-সরকারি বা কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত সংবিধিবদ্ধ সংস্থার তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়;"।

৪। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঘ) সেবা ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তির ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তিকে প্রস্তাব জামানত দাখিল করিতে হইবে না, তবে পরামর্শককে কি ধরনের ক্ষতিবহন প্রতিশ্রুতি বীমাপত্র অথবা ক্ষতিবহন প্রতিশ্রুতি এবং বীমাপত্র দাখিল করিতে হইবে উহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, পরামর্শকের সহিত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন জামানত আরোপ করা যাইতে পারে।"।

৫। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১ক) এ উল্লিখিত "২(দুই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৩(তিন)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে উল্লিখিত "২(দুই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৩(তিন)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন উপ-ধারা যথাক্রমে (৩) ও (৪) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৩) উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অধীন অভ্যন্তরীণ কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় (official cost estimate) ১০% (শতকরা দশ ভাগ) এর অধিক কম বা অধিক বেশি দর উদ্ধৃত করা হইলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত দরপত্র মূল্য সমতার ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন ও কৃতকার্য দরদাতা নির্বাচন করিতে হইবে, কিন্তু লটারির মাধ্যমে কৃতকার্য দরদাতা নির্বাচন করা যাইবে না।"।

৮। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর দফা (ঋ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঋ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঋ) দরপত্র দলিলে, পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে গন্তব্যস্থলে সরবরাহের জন্য উদ্ধৃত মূল্যের, শুল্ক ও কর বাদে, এবং কার্যের ক্ষেত্রে কাজের মূল্যের, শুল্ক ও করসহ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত হারে বাধ্যতামূলকভাবে দেশীয় অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ :

তবে শর্ত থাকে যে, দেশীয় অগ্রাধিকার প্রদানে শিথিলতার জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিতে হইবে।"।

৯। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য না হইলে এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "(১) ও (২)" বন্ধনীসমূহ, সংখ্যাসমূহ ও অক্ষরের পরিবর্তে "(১), (১ক) ও (২)" বন্ধনীসমূহ, সংখ্যাসমূহ, কমা ও অক্ষরসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "(১), (২), (৪) এবং (৫)" বন্ধনীসমূহ, সংখ্যাসমূহ, কমাসমূহ ও শব্দের পরিবর্তে "(১), (১ক), (২), (৪) ও (৫)" বন্ধনীসমূহ, সংখ্যাসমূহ, কমাসমূহ ও অক্ষরসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত—

(ক) "দরপত্র উন্মুক্ত" শব্দগুলির পরিবর্তে "দরপত্র এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় উন্মুক্ত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) শর্তাংশে "(গগ)" বন্ধনী ও অক্ষরগুলির পর "এবং ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১ক)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, হাইফেন, বন্ধনী ও অক্ষর সন্নিবেশিত হইবে।

১১। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর শর্তাংশে উল্লিখিত "২ (দুই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৩ (তিন)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৬২ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৬২। **চুক্তি স্বাক্ষর।**—(১) ক্রয়কারী, চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন প্রাপ্তির পর, এই আইনের ধারা ২৯ ও ৩০ এর অধীন কোন অভিযোগ দায়ের করা না হইয়া থাকিলে, কৃতকার্য পরামর্শককে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আহ্বান জানাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আহ্বান জানানো হইলে পরামর্শক, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ক্রয়কারীর অনুকূলে কার্যসম্পাদন জামানত প্রদানপূর্বক, প্রস্তাব দলিলে নির্দিষ্টকৃত চুক্তিপত্রের ছকে স্বাক্ষর করিবে।"।

১৩। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৬৩ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৬৩। **প্রস্তাব প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি।**—ক্রয়কারী, কৃতকার্য পরামর্শকের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরের পর, অন্যান্য সকল আবেদনকারী বা পরামর্শককে তাহাদের অকৃতকার্য হওয়ার বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করিবে।"।

১৪। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৬৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৪ এর—

(ক) উপান্তটীকা এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপান্তটীকা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"পেশাগত অসদাচরণ, অপরাধ, চুক্তি বাতিল, ইত্যাদি"; এবং

(খ) উপ-ধারা (৫) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (৬) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৬) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন ক্রয়কারীর সহিত সম্পাদিত চুক্তির কোন মৌলিক শর্ত ভঙ্গ করিলে বা এই আইন ও বিধির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে এইরূপ কোন কার্যসম্পাদন করিলে, ক্রয়কারী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে এবং উক্ত ব্যক্তি, ঠিকাদার, সরবরাহকারী বা পরামর্শককে উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদ উল্লেখক্রমে, সকল সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে।"।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd